হুলুস্থুল

ভেনচার প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

# হুলুস্থুল

চিত্রনাট্য-সংলাপ-পরিচালনা
**অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়**

সঙ্গীত পরিচালনা
**দিলীপ-দিলীপ**

গীত-রচনা
**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**
**গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার**

চিত্র-গ্রহণ
**বিজয় ঘোষ**

সম্পাদনা
**নিমাই রায়**

প্রচার পরিকল্পনা
**প্রণব বসু**

নেপথ্য কণ্ঠ
**অমিতকুমার, আরতি মুখার্জী, শক্তি ঠাকুর, ইন্দ্রাণী সেন, অরুণ ঠাকুর** ও অনেকে

প্রধান সহকারী পরিচালনা
**অজিত চক্রবর্তী**

সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা
**শৈলেশ রায়**

প্রযোজনা
**ভেনচার প্রোডাকসন্স**

কাহিনী
**অরুণ দে**

শিল্প-নির্দেশনা
**বুদ্ধদেব ঘোষ**

রূপসজ্জায়
**নিতাই সরকার**

সর্বাধ্যক্ষ
**প্রমোদ ছাড়িয়া**

কর্মাধ্যক্ষ
**প্রভাত দাস**

ব্যবস্থাপনায়
**নিতাই নায়ক**

কার্টুন অংকনে—পরিচয় গুপ্ত সাজসজ্জা—সিনে ড্রেস কেশ বিন্যাশ—কল্পিতা বসু
স্থিরচিত্র—এডনা লরেঞ্জ পরিচয় লিখন—দুলাল সাহা সঙ্গীত-গ্রহণ—সত্যেন চ্যাটার্জী
শব্দ-গ্রহণ—রঞ্জিত দত্ত

কমল রায়ের তত্বাবধানে ১নং নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে গৃহিত ও আর. বি. মেহতার তত্বাবধানে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

রসায়নাগারে—দুলাল সাহা, দিলীপ রায়, বংশী রায়, তপন বোস, শীতল চ্যাটার্জী, ফণি সরকার, শম্ভু নস্কর, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, কানাই ব্যানার্জী, নীহার ঘোষ, প্রদ্যুৎ হালদার, কার্তিক প্রসাদ, বীরেন দাস, ভবতোষ ভট্টাচার্য

আলোক সম্পাতে—দুঃখীরাম নস্কর, অনিল পাল, সতীশ হালদার, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং, বেণুধর বিশাল, গোবিন্দ হালদার, জহর দাস

**সহকারিবৃন্দ**

পরিচালনা—তাপস গুহ, চিত্র-গ্রহণ—পংকজ দাস, স্বপন দত্ত, নূর আলী, যুগল সরদার সম্পাদনায়—সুভাষ মাইতি, শিল্প-নির্দেশনা—শশাংক সান্যাল, রূপ-শিল্পী—বংশী রায়, সাজসজ্জা—কানাই দাস, শব্দ-গ্রহণ—বিনোদ ভৌমিক, সঙ্গীত-গ্রহণ—বলরাম বারুই, ব্যবস্থাপনা—শংকর দাস, খোকন, দুঃখী নায়ক। প্রচার অংকন—রূপায়ণ প্রচার—দেবকুমার বসু। আবহ সঙ্গীত ও শব্দ-পুনর্যোজনা—পাঁচুগোপাল ঘোষ, ভোলা সরকার। ফুল সজ্জায়—মেসার্স ভবানীচরণ দাস।
মিউজিক্যাল হ্যান্ডস—পিন্টু ঘটক এ্যান্ড পার্টি

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার**

দুর্গা পাঠক, তারক ব্রহ্ম, প্যাগোডা স্টেশনারী ওয়ার্কস, মিঃ এ. মালিক, প্রফেসর এইচ ডি তেওয়ারী, টালীগঞ্জ ঘোষপাড়া ও চন্ডীতলার অধিবাসীবৃন্দ

বিশ্ব-পরিবেশনা **চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ**

## কাহিনী

ডাক্তার মহাদেব মুখার্জীর একমাত্র ছেলে গণপতি মুখার্জী ভাল গান করে। ব্যাঙ্কে চাকরি করে। গণপতি বাবা-মায়ের সঙ্গে দেওঘরে এসেছে ওখানকার বেঙ্গলী ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে। ওর বাবা-মা উঠেছেন গণপতির মাসির বাড়িতে। গণপতি উঠেছে ক্লাবের দেওয়া ঘরে। ক্লাবের অনুষ্ঠানে পুষ্প নামে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে গণপতির আলাপ হয়। সঙ্গে আছে ওর মামাতো-বোন কালিয়া। কালিয়ার বাবা ল্যাংটেশ্বর ষণ্ডা প্রকৃতির লোক। মাস্তানি করে বেড়ায়।
গণপতি চলে আসার পর গণপতির বাবা-মা পুষ্পকে পছন্দ করে আশীর্বাদ করে। কিন্তু ল্যাংটেশ্বরের ইচ্ছে কালিয়ার সঙ্গে যেন গণপতির বিয়ে হয়।

এদিকে ভুল বোঝাবুঝি হয়। গণপতি ভাবে তার বাবা-মা কালিয়াকে আশীর্বাদ করেছে। গণপতি বাবা-মাকে বিয়ের অনিচ্ছা জানায়। বাবা তো নাছোড়বান্দা। গণপতি ক্লাবে তার সমস্যার কথা বলে। বন্ধু সুশীল সেন মেয়ের বাবাকে একটা মিথ্যে টেলিগ্রাম করে, যে গণপতি মারা গেছে।

টেলিগ্রাম পেয়ে ভবসুন্দরবাবু অগাধ জলে। বিয়ের কেনাকাটা সব হয়ে গেছে। তিনি মহাদেববাবুকে সহানুভূতি জানাতে কলকাতায় চলে এলেন।

এদিকে মহাদেববাবু টেলিগ্রামের খবর কিছুই জানেন না। ভুল বুঝে ভবসুন্দরবাবুকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। যাবার আগে ভবসুন্দরবাবু আশীর্বাদে দেওয়া নেকলেস ফেরৎ দেয়।

মহাদেববাবুর সন্দেহ হয়। গণপতি দীঘা থেকে বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে মহাদেববাবু জোর করে দেওঘরে নিয়ে যায় বেয়াইয়ের কাছে ক্ষমা চাইতে।

এদিকে ভবসুন্দরবাবু বাগবাজারের গাঁজার ছেলে বাঁজার সঙ্গে বিয়ে পাকা করে।

মহাদেববাবু বেয়াইকে না পেয়ে বেয়ানকে সব কথা খুলে বলে এবং বিয়ে পাকা করে কলকাতায় চলে আসে।

এদিকে ভবসুন্দর বাড়ি ফিরে পুষ্পর নতুন সম্বন্ধের কথা বলে। পুষ্পর মা সুরমা বেয়াইয়ের সব কথা খুলে বলে। ভবসুন্দরবাবু চটে লাল। তিনি মহাদেববাবুর ছেলের সঙ্গে পুষ্পর কিছুতেই বিয়ে দেবেন না।

একটা টেলিগ্রাম করে দেয় মহাদেববাবু যেন না আসে। টেলিগ্রাম মহাদেববাবু পান না কারণ চুণী নামে যে চাকরকে টেলিগ্রামটা করতে দেওয়া হয়েছিল, সে টাকাটা মেরে দেয়। বিয়ের দিন দুই বর এসে হাজির। হৈ-হৈ কাণ্ড! ল্যাংটেশ্বর দলবল নিয়ে গণপতির সঙ্গে কালিয়ার বিয়ে দেবার জন্যে বিয়ের আসরে হুলুস্থুল বাধায়। এদিকে সুরমা চুণীকে নিয়ে থানায় যায়। ও. সি. বিয়ের আসরে হাজির। অবশেষে পুষ্পর সঙ্গে গণপতির, কালিয়ার সঙ্গে বাঁজার শুভপরিণয় হয়।



## অভিনয়ে

**তাপস পাল**
**সত্য ব্যানার্জী, মনোজ মিত্র,**
**তরুণ কুমার,**
**সাবিত্রী চ্যাটার্জী,**
**রত্না ঘোষাল,**

**মুনমুন সেন**
**সন্তোষ দত্ত, রবি ঘোষ,**
**শম্ভু ভট্টাচার্য,**
**গীতা দে, ছায়া দেবী,**
**অলকা গাঙ্গুলী,**

মিনতি রায়, সাহানা রায়চৌধুরী, অমিত দে,
দিলীপ ঘোষ, বীরেন চ্যাটার্জী, প্রবীর দাস,
ফাল্গুনী সেন, হিমাদ্রী ব্যানার্জী, অচিন্ত্য মজুমদার,
কাঞ্চন, তপন, বিপ্লব, সুনীল, ধীরেন, বিশু,
শ্যামানন্দ, ফকির, মিহির, অনুপ, প্রদীপ,
অনন্ত, বাটুল, ঝন্টু, বুলা,

অজিত চ্যাটার্জী, রথীন বসু, কল্যাণ চ্যাটার্জী,
চঞ্চল মুখার্জী, সুশীল চক্রবর্তী, রথীন সেন,
কৃষ্ণ চক্রবর্তী, ডাঃ বলাই দাস, দুর্গা পাঠক,
স্বরাজ, সুবীর, প্রলয়, স্বপন, রাজা,
ভাস্কর, জিতেন, অরুণাভ, বাবলু,
সঞ্জয়, সমর, নন্দদুলাল, সমীর

# সঙ্গীত

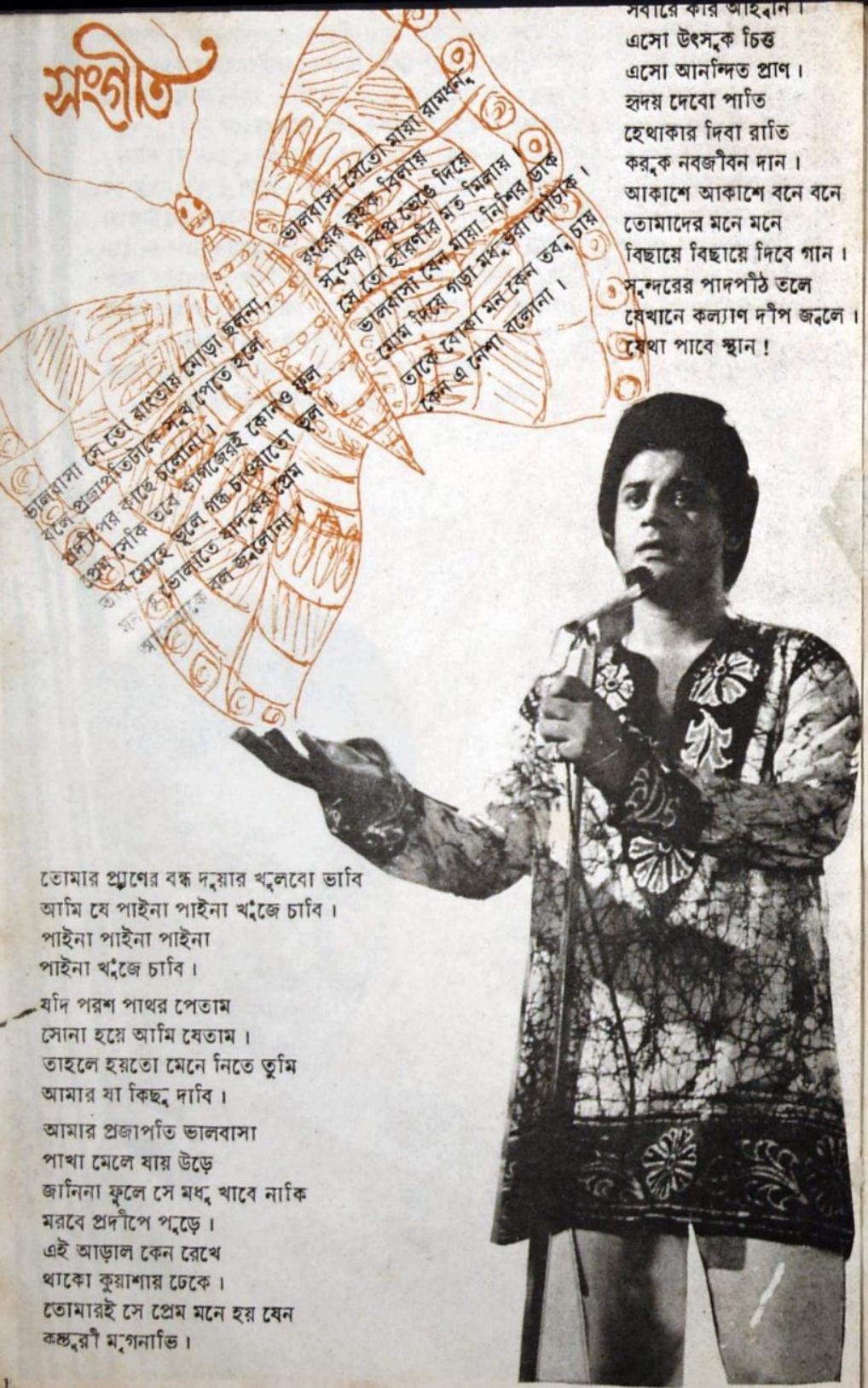



ভালবাসা সেতো মায়া রামধনু
রংয়ের কুহক বিলায়
সুখের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে
সে তো হরিণীর মত মিলায় ।
ভালবাসা যেন মায়া নিশির ডাক
মোম দিয়ে গড়া মধুভরা মৌচাক ।
তাকে বোকা মন কেন তবু চায়
কেন এ নেশা বলোনা ।

ভালবাসা সে তো রাংতায় মোড়া ছলনা,
বলে প্রজাপতি তাকে সব পেতে হলে
প্রদীপের কাছে চলোনা ।
প্রেম সেকি তবে কাগজেরই কোনও ফুল
[illegible] মোহে ভুলে গন্ধ চাওয়াতো ভুল ।
[illegible] ভোলাতে বাদুকর প্রেম
বল জ্বলোনা ।

সবারে কার আহ্বান ।
এসো উৎসুক চিত্ত
এসো আনন্দিত প্রাণ ।
হৃদয় দেবো পাতি
হেথাকার দিবা রাতি
করুক নবজীবন দান ।
আকাশে আকাশে বনে বনে
তোমাদের মনে মনে
বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান ।
সুন্দরের পাদপীঠ তলে
যেখানে কল্যাণ দীপ জ্বলে ।
যেথা পাবে স্থান !



তোমার প্রাণের বন্ধ দুয়ার খুলবো ভাবি
আমি যে পাইনা পাইনা খুঁজে চাবি ।
পাইনা পাইনা পাইনা
পাইনা খুঁজে চাবি ।

যদি পরশ পাথর পেতাম
সোনা হয়ে আমি যেতাম ।
তাহলে হয়তো মেনে নিতে তুমি
আমার যা কিছু দাবি ।

আমার প্রজাপতি ভালবাসা
পাখা মেলে যায় উড়ে
জানিনা ফুলে সে মধু খাবে নাকি
মরবে প্রদীপে পুড়ে ।
এই আড়াল কেন রেখে
থাকো কুয়াশায় ঢেকে ।
তোমারই সে প্রেম মনে হয় যেন
কস্তুরী মৃগনাভি ।





আমার [illegible] গান লাল পাড় শাড়ি পরা
মায়ের মতন,
তাকে [illegible] জোর [illegible] সন থেকে
[illegible] রাতে চাইনা
[illegible] সুরের [illegible]
পরাতে চাই না ।
[illegible] খানার চেয়ে ডাল আর ভাতই
বেশি ভাল ।
কাঁটা চামচেতে নয় খেতে হলে হাতই
বেশি ভাল ।
[illegible] মা যে আমার
[illegible] হাতে ব্যাঞ্জো, [illegible]
[illegible] ধরাতে চাইনা
কেন [illegible] যাবো বিশ্বকবির
গীতাঞ্জলির সেই গান
সে তো বিশ্বের দরবারে বাংলা
[illegible] দান
ট্রাম্পেট ড্রাম নয় বাং[illegible] ঢোলই
বেশি ভাল
পাখোয়াজ করতাল একতারা [illegible] খালই
বেশি ভাল ।
বাউল, [illegible]
রক এন্ড রোল [illegible] কারও মন আমি
ভরাতে চাই না ।



যদি প্রতিদিন একটা করে
বিয়ের চিঠি পেতাম
বরযাত্রী হোতাম তবে রোজ ।
কপালে যে জুটতো তবে পোলাও
লুচির ভোজ ।
পোলাও লুচির ভোজরে, পোলাও
লুচির ভোজ ।

বিয়ে বাড়ির যত মেয়ে
ট্যারা হয়ে দেখত চেয়ে ।
রাজেশখান্না হয়ে দিতাম
ফিল্মি হিরোর পোজ ।

বরযাত্রী মানেই হল কপালে সুখ বাঁধা
বরের চাকর সেও তো সে দিন
কনের বাপের দাদা ।

বিয়ে হোক রোজ ঘরে ঘরে
ঠাকুর যেন দয়া করে ।
বিধি যেন এটাই করে,
কোথায় হচ্ছে যে কার বিয়ে
নেবো তারই খোঁজ ।

সুখেন দাসের রঙীন ছবি
সুর· অজয় দাস
নেপথ্যকণ্ঠে·কিশোর·আশা·আরতি
চণ্ডীমাতা ফিল্মসের আগামী উপহার
রেখা·রাজবব্বর·অমল পালেকর·সুপ্রিয়া পাঠক
হৃষীকেশ মুখার্জীর
ঝুটি
প্রযোজনা·দেবেশ ঘোষ
সুর·বাপী লাহিড়ী